সিলেটে বিস্ফোরণ

বাংলাদেশের বুকে ক্ষত

অনেক স্বপ্ন নিয়ে জন্মভূমিতে এসেছিলেন আনোয়ার চৌধুরী। ফিরে গেছেন পায়ে ক্ষত নিয়ে। আসলে এই ক্ষত আনোয়ার চৌধুরীর পায়ে নয়, বাংলাদেশের হৃদয়ে... সিলেট থেকে রিপোর্ট করেছেন **নিজামুল হক বিপুল**

তিনি মাজার মসজিদে নামাজ পড়ে বের হয়ে আসার সময় উপস্থিত মুসল্লিদের সঙ্গে করমর্দন ও কুশল বিনিময় করতে করতে প্রধান ফটকের দিকে আসছিলেন। এ সময় তিনি বলছিলেন, 'সিলেটে এসে আমার খুব ভালো লাগছে।' আমি তখন ক্যামেরা ক্লিক করতে ব্যস্ত। এক পর্যায়ে আনোয়ার চৌধুরী প্রধান ফটকে আসতেই বিকট শব্দ। কোনো কিছু বুঝে ওঠার আগেই দেখি প্রধান ফটক রক্তে লাল, ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছেন মুসল্লিরা। কেউ একজন আনোয়ার চৌধুরীকে ধরে গাড়ির দিকে নিয়ে আসার চেষ্টা করছেন। লক্ষ্য করলাম, মাত্র মিনিট কয়েক আগেও যে লোকটি নিজের জন্মভূমিতে এসে ছিল হাস্যোজ্জ্বল, মুহূর্তেই তিনি বিধ্বস্ত।' গত ২১ মে শুক্রবার বাদ জুমা সিলেট শাহজালাল (রঃ)-এর মাজারে গ্রেনেড হামলার প্রত্যক্ষদর্শী প্রথম আলোর সিলেট অফিসের ফটো সাংবাদিক নিজামুল কবীর পাভেল এভাবেই সেদিনের ভয়াবহ ঘটনার বর্ণনা দিলেন।

আহত আনোয়ার চৌধুরী

বাংলাদেশে সদ্য নিযুক্ত বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ হাইকমিশনার আনোয়ার চৌধুরী দায়িত্ব গ্রহণের পর পর ছুটে এসেছিলেন সিলেটে। ছুটে গিয়েছিলেন শেকড়ের টানে, নাড়ির বন্ধনের কারণে। ছুটে গিয়েছিলেন শুধু নিজ জন্মভূমির মাটি আর মানুষের প্রতি জমে থাকা অকৃত্রিম ভালোবাসার কারণে। দিনটি ছিল ২১ মে শুক্রবার।

মুসলমানদের জন্য দিনটি অত্যন্ত মর্যাদার। কিন্তু সিলেটের পবিত্র মাটিতে পা রাখার মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যে পুণ্যভূমির পুণ্যস্থান হজরত শাহজালাল (রঃ)-এর মাজারে জুমার নামাজ আদায় করার পর পরই আনোয়ার চৌধুরী আক্রান্ত হলেন উগ্র দৃষ্কৃতকারীদের ছোঁড়া গ্রেনেডে। তাকে লক্ষ্য করে ছোঁড়া গ্রেনেডটি যদিও লক্ষ্যভ্রষ্ঠ হয়েছে, অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে গেছেন সিলেটের প্রিয় সন্তান। কিন্তু আনোয়ার চৌধুরী প্রাণে বেঁচে গেলে কি হবে এই অনাকাঙ্ক্ষিত ও অবিশ্বাস্য ঘটনাটি যে ক্ষতের সৃষ্টি করল তা সিলেটবাসী তথা গোটা বাংলাদেশের ভাবমূর্তিকে বিশ্ব দরবারে কলঙ্কিত করল। সেই সঙ্গে এই ঘটনা বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলার নাজুক পরিস্থিতির চিত্র আবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। প্রশ্নবিদ্ধ করল দেশের গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর কার্যক্রমকে। যারা জনগণের ট্যাক্সের পয়সায় চলে অথচ জনগণতে নিরাপত্তা দিতে পারে না। যারা বড় বড় দুর্ঘটনার পর তৎপর হয়ে ওঠে দিন কয়েকের জন্য।

আনোয়ার চৌধুরী। বাংলাদেশে নিযুক্ত এই ব্রিটিশ হাইকমিশনার জন্মসূত্রে বাংলাদেশী। আরেকটু আলাদা করে বললে সিলেটি। সিলেটের সুনামগঞ্জ জেলার হাওর জনপদ জগন্নাথপুর উপজেলার প্রত্যন্ত পল্লী শ্যামলীমা গ্রাম প্রভাকরপুরের সন্তান। কৈশোরে পা রাখার আগেই তিনি স্থায়ীভাবে পাড়ি জমান ব্রিটেনে। ব্রিটেনের আলো-বাতাসে বেড়ে উঠে নিজ যোগ্যতায় তিনি আজ ব্রিটিশ হাইকমিশনার হিসেবে এবং প্রথম মুসলিম ব্যক্তি হিসেবে বাংলাদেশে নিযুক্ত হন। ব্রিটেনের আলো-বাতাসে বড় হলেও তিনি ভুলতে পারেননি জন্মভূমির কথা, শেকড়ের কথা, নাড়ির বন্ধনের কথা। তাই দায়িত্বপ্রাপ্তির দিন কয়েকের মধ্যেই তিনি ছুটে আসেন সিলেটে। আর এটি ছিল ঢাকার বাইরে তার প্রথম সফর। কিন্তু সিলেটে এসেই তিনি শিকার হলেন এক অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার। কিন্তু কেন ঘটল এ ঘটনা? কারা এর সঙ্গে জড়িত থাকতে পারে? তার সফর উপলক্ষে সিলেটে নিরাপত্তা ব্যবস্থা কেমন ছিল? ব্রিটিশ হাইকমিশনারে ওপর হামলার পর

সিলেটে বোমা বিস্ফোরণ
আলোর মুখ দেখেনি তদন্ত রিপোর্ট

দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় বিভাগীয় শহর সিলেট তথা গোটা বিভাগ ছিল বরাবরই শান্ত। সন্ত্রাস, রাহাজানি, খুনোখুনি, বোমাবাজি বলতে যেটা বোঝায় সেরকম অবস্থা সিলেটে কখনোই ছিল না। এক কথায় দেশের অন্য অঞ্চল ও শহরগুলোর তুলনায় সিলেট অঞ্চলের অবস্থা ছিল ভালো। সিলেটের আইনশৃঙ্খলা নিয়ে সিলেটবাসী রীতিমতো গর্ব করত। কিন্তু সেই গর্ব আর অহঙ্কারে দাগ কেটেছে সাম্প্রতিক সময়ে সিলেট অঞ্চলে সংঘটিত একের পর এক বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা। গত প্রায় আট বছরে সিলেট অঞ্চলে অন্তত ১১টি বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। আর এসব বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা 'দুটি পাতা একটি কুঁড়ি'র দেশকে আপাতত বোমার রাজ্যে পরিণত করেছে। সর্বশেষ গত ২১ মে শুক্রবার সিলেট হজরত শাহজালাল (রঃ)-এর মাজারে সংঘটিত গ্রেনেড বিস্ফোরণের ঘটনাটি একেবারে লজ্জায় ফেলে দিয়েছে সিলেট তথা গোটা বাংলাদেশকে। কারণ এবারের গ্রেনেড হামলার ঘটনায় আক্রান্ত হয়েছেন বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত সিলেটে জন্মগ্রহণকারী ব্রিটিশ হাইকমিশনার আনোয়ার চৌধুরী।

সিলেট অঞ্চলে গত প্রায় আট বছরে একের পর এক বোমা বিস্ফোরণ ঘটনার নেপথ্য কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা যায়, ইতিপূর্বে সংঘটিত বোমা বিস্ফোরণ ঘটনা এবং তাতে হত্যাকান্ডের ঘটনার কোনোটির সুষ্ঠু তদন্ত এবং বিচার সম্পন্ন না হওয়ায় বোমাবাজরা ক্রমেই বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। এ পর্যন্ত সংঘটিত বোমা বিস্ফোরণ ঘটনার প্রায় সবগুলোতেই গঠিত হয়েছে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন তদন্ত কমিটি। গতানুগতিক নিয়মে একেকটি বোমা বিস্ফোরণ ঘটনার পর তদন্তে নেমেছিল সরকারের একাধিক গোয়েন্দা সংস্থা। কিন্তু আশ্চর্য হলেও সত্য, কোনো ঘটনার তদন্ত রিপোর্টই আজ পর্যন্ত আলোর মুখ দেখেনি। এমনকি মানব হত্যাকারী এসব বোমা বিস্ফোরণ ঘটনা কোনোটিরই রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে পারেনি গোয়েন্দা সংস্থাগুলো, শনাক্ত করতে পারেনি বোমাবাজদের। সচেতন মহল মনে করছে, পূর্বের ঘটনাগুলোর যথাযথ তদন্ত এবং বিচার সম্পন্ন হলে এ রকম ধারাবাহিকভাবে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটত না।

সাপ্তাহিক ২০০০-এর অনুসন্ধানে জানা যায়, সিলেট অঞ্চলে এ পর্যন্ত সংঘটিত ১১টি বোমা বিস্ফোরণ ঘটনায় ১৮ ব্যক্তির প্রাণহানি ঘটেছে, আহত হয়েছে অন্তত তিন শতাধিক। সিলেট অঞ্চলে বোমা বিস্ফোরণের প্রথম ঘটনা ঘটে শিল্পনগরী ছাতকে। তৎকালীন সরকারি দল আওয়ামী লীগের সাংসদ মুহিবুর রহমান মানিকের বাসায় সংঘটিত ওই ঘটনায় ৩ জন মারা যায়। বিষয়টি দেশব্যাপী আলোচিত হলেও আজ পর্যন্ত ওই বিস্ফোরণ ঘটনার রহস্য উদ্‌ঘাটন হয়নি। এ ঘটনার প্রায় দুই মাসের মধ্যে সিলেট নগরীর সাগরদীঘির পাড় ও আম্বরখানা এলাকায় বোমা বিস্ফোরণের দুটি ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় স্থানীয় ছাত্রলীগ নেতা আলী আহমদ মারা যান। ২০০১ সালের সংসদ নির্বাচনের আগ মুহূর্তে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে সুনামগঞ্জের শাল্লায়। সুরঞ্জিত সেনগুপ্তের নির্বাচনী জনসভা শেষে সংঘটিত ওই বোমা হামলায় মারা যায় ৪ জন। প্রায় একই সময়ে সিলেট নগরীর ফাজিলচিশত এলাকায় বোমা বিস্ফোরণ ঘটনায় নিহত হয় ২ জন। ২০০১ সালে সিলেট শহরের মনিপুর রাজবাড়ির মনিকা ইন্টারন্যাশনালে সংঘটিত হয় আরেকটি বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা। ২০০৩ সালের জুলাই মাসে শহরের খাদিমপাড়ার একটি বাসায় বোমা বিস্ফোরিত হলে বাসাটির ব্যাপক ক্ষতি হয়। তবে কোনো প্রাণহানি ঘটেনি। সর্বশেষ চলতি বছরে মাত্র চার মাসের ব্যবধানে হজরত শাহজালাল (রঃ)-এর মাজারে পরপর দু'বার সংঘটিত হলো শক্তিশালী বোমা ও গ্রেনেড বিস্ফোরণের ঘটনা। গত জানুয়ারি মাসে শাহজালালের মাজারে বার্ষিক ওরস মোবারক চলাকালে ১২ জানুয়ারি রাতে সংঘটিত হয় শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা, এতে ৫ জন মারা যায়। ওই ঘটনায় পুলিশ সাত সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে। কিন্তু আজ পর্যন্ত তদন্ত রিপোর্ট পাওয়া যায়নি। আর সর্বশেষ গত ২১ মে শুক্রবার দ্বিতীয়বারের মতো শাহজালাল (রঃ)-এর মাজারের প্রধান ফটকে বাংলাদেশে নিযুক্ত ব্রিটিশ হাইকমিশনার আনোয়ার চৌধুরীর প্রাণনাশের লক্ষ্যে গ্রেনেড ছোঁড়া হয়। কিন্তু অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পান আনোয়ার চৌধুরী। তবে এ ঘটনায়ও পুলিশের একজন এএসআই ও এক কলেজ ছাত্রসহ এ পর্যন্ত ৩ জন মারা গেছে। এ ঘটনার পরও যথারীতি রাষ্ট্রযন্ত্রের সবকটি গোয়েন্দা সংস্থার পদস্থ কর্মকর্তারা সিলেটে নেমেছেন ঘটনা তদন্তে। কিন্তু প্রশ্ন হলো গোয়েন্দা কর্মকর্তারা কি শেষ পর্যন্ত পারবেন গ্রেনেড হামলার মূল রহস্য উদ্‌ঘাটন ও হামলাকারীদের শনাক্ত করতে? না কি অতীতের মতো এ ঘটনাও সময়ের ব্যবধানে চাপা পড়ে যাবে ফাইলের স্তূপে?

সিলেট তথা গোটা দেশের ভাবমূর্তিই বিশ্ব দরবারে এখন কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? প্রশাসনের বর্তমান ভূমিকা কেমন, তদন্তের ফলাফলই বা কি হবে? বিষয়টি নিয়ে রাজনীতি হচ্ছে কি? এসবসহ আরো নানা বিষয় অনুসন্ধান করেছে সাপ্তাহিক ২০০০ । চেষ্টা করেছে বিষয়টির গভীরে প্রবেশের।

যেভাবে ঘটলো গ্রেনেড হামলা

ব্রিটিশ হাইকমিশনার আনোয়ার চৌধুরী সিলেট আসেন শুক্রবার সকালে। তিন দিনের সফরসূচি ছিল। কর্মসূচির মধ্যে ছিল নিজের গ্রামের বাড়িতে যাওয়া, সিলেটের মেয়রের দেওয়া সংবর্ধনা, সিলেটের সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়সহ আরো বেশকিছু কর্মসূচি।

২১ মে শুক্রবার সকালে তিনি সিলেট বিমানবন্দরে নামলে তাকে অভ্যর্থনা জানানো হয়। সেখান থেকে তিনি ব্রিটিশ কনস্যুলার অফিসে যান। দুপুর সাড়ে ১২টায় তিনি হজরত শাহজালালের মাজারে যান। সেখানে তিনি মাজার জিয়ারত ও মাজার মসজিদে নামাজ আদায় করেন। নামাজ শেষে মসজিদ থেকে বেরিয়ে আসার সময় উপস্থিত মুসল্লিদের সঙ্গে করমর্দন করেন ও কথা বলেন। ১টা ৪০ মিনিটে তিনি মাজারের প্রধান ফটকে এলে বিকট শব্দে গ্রেনেড বিস্ফোরিত হয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলছেন, গ্রেনেডটি ভিড়ের মধ্যে আনোয়ার চৌধুরীকে লক্ষ্য করে ছোঁড়া হয়। গ্রেনেডটি বিস্ফোরিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রক্তাক্ত হয়ে যায় মাজারের প্রধান ফটক। লোকজন দিগ্‌বিদিক ছুটোছুটি করতে থাকে। এ সময় অনেকে ছিটকে পড়ে। এ ঘটনায় ব্রিটিশ হাইকমিশনার আনোয়ার চৌধুরী, সিলেটের জেলা প্রশাসক আবুল হোসেনসহ অর্ধশতাধিক ব্যক্তি আহত হন। তাদের সিলেট ওসমানী হাসপাতালসহ নগরীর বিভিন্ন ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়। গ্রেনেড হামলার ঘটনায় এ পর্যন্ত ৩ জন মারা গেছেন। তারা হলেন কলেজ ছাত্র রুবেল, পুলিশের এএসআই কামাল উদ্দিন এবং হাবিল মিয়া নামে এক ব্যক্তি। এদিকে চিকিৎসাধীন ব্রিটিশ হাইকমিশনার আনোয়ার চৌধুরী সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, গ্রেনেডটি প্রথমে তার পেটে পড়ে। কিন্তু সেখানে বিস্ফোরিত না হয়ে এটি গড়িয়ে মাটিতে পড়ে গিয়ে বিস্ফোরিত হয়।

কি কারণে এবং কারা ঘটাতে পারে এ ঘটনা

সিলেটে ব্রিটিশ হাইকমিশনারের ওপর কে বা কারা কি কারণে গ্রেনেড হামলা চালিয়েছে তা এখনো রহস্যাবৃত। তবে হাইকমিশনার আনোয়ার চৌধুরীকে লক্ষ্য করে যে গ্রিনেড ছোঁড়া হয়েছে তা প্রায় নিশ্চিত। সিলেটের পুলিশ এবং সরকারের সবকটি গোয়েন্দা সংস্থার কর্মকর্তারা ইতিমধ্যে মাঠে নেমেছেন গ্রেনেড হামলার কারণ অনুসন্ধানে এবং হামলাকারীদের চিহ্নিত করতে।

এদিকে একটি সূত্রের মতে, ব্রিটিশ হাইকমিশনারকে লক্ষ্য করে গ্রেনেড হামলার নেপথ্যে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী চক্র জড়িত থাকতে পারে। যাদের মদদে স্থানীয় মৌলবাদী কোনো সংগঠন এ হামলা চালাতে পারে। পুলিশের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, তারা এ বিষয়টিকে গুরুত্বসহকারে খতিয়ে দেখছেন। এছাড়া গোয়েন্দা সংস্থাগুলো সিলেটের বিভিন্ন দেয়ালে সাঁটানো একটি উগ্র মৌলবাদী সংগঠনের পোস্টারের বিষয়টি খতিয়ে দেখছে। সাপ্তাহিক ২০০০-এর অনুসন্ধানে জানা যায়, 'হিযবুত তাহরীর বাংলাদেশ' নামের একটি সংগঠন 'বুশ-ব্লেয়ারের গণতন্ত্রের আসল চিত্র' শিরোনামে একটি পোস্টার সিলেটের বিভিন্ন দেয়ালে সাঁটিয়েছে। ওই পোস্টারে কিছু ছবিও উগ্র সাম্প্রদায়িক উসকানিমূলক বক্তব্য লেখা রয়েছে।

অনুসন্ধানকালে সিলেটের অনেক সচেতন মহল এ মতও পোষণ করেছে যে, একজন সিলেটি তথা বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত ব্যক্তি বাংলাদেশে ব্রিটিশ হাইকমিশনার নিযুক্ত হওয়ায় রাষ্ট্রবিরোধী কোনো গোষ্ঠী ঈর্ষান্বিত হয়ে এ হামলা চালাতে পারে। আর এজন্য সিলেটকে বেছে নেওয়া হয়। যাতে সিলেটের ভাবমূর্তিও ক্ষুণ্ন হয়।

তবে আন্তর্জাতিক চক্রের বিষয়টি সর্বত্র আলোচিত হচ্ছে। সাধারণ থেকে শুরু করে রাজনৈতিক দলগুলোর নেতা-কর্মীদের মুখে মুখে বিষয়টি খুব বেশি আলোচিত হচ্ছে। আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় প্রেসিডিয়াম সদস্য আব্দুস সামাদ আজাদ এবং সুরঞ্জিত সেনগুপ্তও ২২ মে সিলেটে এক সংবাদ সম্মেলনে গ্রেনেড হামলার ঘটনায় আন্তর্জাতিক চক্রের কথা উল্লেখ করে বলেছেন, তাদের সঙ্গে উগ্র মৌলবাদী চক্রের সম্পর্ক রয়েছে। এ ক্ষেত্রে স্থানীয় উগ্রপন্থীদের সম্পৃক্ততার কথা তারা উল্লেখ করেন।

গ্রেনেড হামলা, পুলিশের তৎপরতা

সিলেটে ২১ মে ব্রিটিশ হাইকমিশনারের আগমন উপলক্ষে যে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল তা খুবই নাজুক। পুলিশ প্রশাসনের গাফিলতির কারণে এ অবিশ্বাস্য ঘটনাটি ঘটেছে বলে সিলেটের বিভিন্ন মহলে তীব্র সমালোচনা হচ্ছে।

সিলেটের সচেতন মহল মনে করে, ব্রিটিশ হাইকমিশনারের আগমন উপলক্ষে যে রকম নিশ্চিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকা দরকার ছিল সে

মুভি ক্যামেরার সেই যুবক

ব্রিটিশ হাইকমিশনার আনোয়ার চৌধুরীকে লক্ষ্য করে সিলেটের মাজার গেটে ২১ মে যে গ্রেনেড হামলার ঘটনা ঘটেছে, সেখানে একটি মুভি ক্যামেরা সার্বক্ষণিক সচল ছিল। এক যুবক ওই ক্যামেরা চালিয়েছিল। প্রত্যক্ষদর্শী সূত্র জানায়, আনোয়ার চৌধুরী শাহজালাল (রঃ)-এর মাজার প্রাঙ্গণে আসা, নামাজ আদায় শেষে বের হয়ে মাজার গেট পর্যন্ত যাওয়া এবং লোকজনের সঙ্গে করমর্দন ও কুশল বিনিময়- এসবের প্রায় সব কিছু এক যুবক মুভি ক্যামেরায় ধারণ করছিল। গ্রেনেড হামলা পর্যন্ত ওই যুবক সমান তালে ক্যামেরা চালিয়ে যায়। কিন্তু গ্রেনেড বিস্ফোরণের পরপরই ওই যুবক মাজার প্রাঙ্গণ থেকে সটকে পড়ে। প্রশ্ন হচ্ছে, ওই যুবক আসলে কে? সে কেন মুভি ক্যামেরা চালিয়েছিল? আর ঘটনার পরপর সে কেন আড়াল হয়ে গেল? স্থানীয়দের মতে, ওই যুবককে ধরতে পারলে গ্রেনেড হামলার অনেক কিছুই হয়তো জানা যাবে। আর মুভি ক্যামেরার সেই ক্যাসেটটি উদ্ধার হলে হয়তো অনেক দৃশ্যই দেখা যাবে। শনাক্ত করা যেতে পারে হামলাকারীদের। কিন্তু এখন পর্যন্ত ওই যুবক ও মুভি ক্যামেরা সম্পর্কে তেমন কোনো তৎপরতা চোখে পড়ছে না।

রকম নিরাপত্তা ছিল না। তার প্রমাণও ফুটে ওঠে হাইকমিশনারের সঙ্গে পুলিশের স্থানীয় কোনো উর্ধ্বতন কর্মকর্তার অনুপস্থিতি। ২০০০-এর অনুসন্ধানে জানা যায়, মাস কয়েক আগে মার্কিন হাইকমিশনার সিলেট এলে নজিরবিহীন নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়। ওই সময় এমন নিরাপত্তা নেওয়া হয় যে, অনেক সড়ক বন্ধ করে দেয়া হয়। সে তুলনায় আনোয়ার চৌধুরীর জন্য নিরাপত্তা ছিল একেবারে সাদামাটা। অবশ্য পুলিশের কর্মকর্তারা বলছেন, নিরাপত্তার কোনো ঘাটতি ছিল না। কিন্তু হাইকমিশনার যে দরগা মসজিদে নামাজ পড়তে যাবেন তা পুলিশকে আগেই জানানো হয়। পুলিশের এ বক্তব্যে সচেতন মহল বলছে, এটি পুলিশের দায় মুক্তির একটা অজুহাত মাত্র।

এদিকে গতানুগতিক নিয়মে বিগত দিনগুলোর মতো সিলেটের মাজারে আনোয়ার চৌধুরীকে লক্ষ্য করে গ্রেনেড নিক্ষেপ ও মৃত্যু সংঘটিত হওয়ার পর গা-ঝাড়া দিয়ে উঠেছে পুলিশ প্রশাসন ও সরকারের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো। তারা এখন নিজেদের কর্ম জাহির করতে ব্যস্ত। ইতিপূর্বে যেমন দেশের বিভিন্ন স্থানে বোমা হামলা বা অন্য কোনো বড় ঘটনার পরপর পুলিশ প্রশাসনের অতি উৎসাহী কর্মকর্তারা তৎপর হয়ে সঙ্গে সঙ্গে সরকারবিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মী ও সাধারণ মানুষকে গ্রেপ্তার করতে শুরু করে, ঠিক একই কাদায় এবারও সিলেটে তৎপর পুলিশ। ইতিমধ্যে পুলিশ বাদী হয়ে সিলেট কোতোয়ালি থানায় মামলা করেছে এবং ৯ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। এর মধ্যে ৫ জন স্থানীয় আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের নেতা-কর্মী। অবশ্য পুলিশ বলছে, এদের সন্দেহভাজন হিসেবে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এদের পাঁচ দিনের রিমান্ডেও নেওয়া হয়েছে।

এদিকে সিলেট নগরীর অনেকে সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেছেন, বিষয়টি নিয়ে যেভাবে রাজনীতি শুরু হয়েছে তাতে প্রকৃত ঘটনা এবং অপরাধীরা আড়াল হয়ে যাবে। তাই অন্তত হাইকমিশনারের ওপর গ্রেনেড হামলার বিষয়ে নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত দোষীদের চিহ্নিত করে কঠোর শাস্তি দেয়া হোক। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, প্রকৃত অপরাধীদের কি সত্যিই খুঁজে বের করা হবে।

সাপ্তাহিক ২০০০-এর অনুসন্ধানকালে অনেকে বলেছেন, ব্রিটিশ হাইকমিশনারের ওপর হামলার এ ঘটনা গোটা বিশ্বের কাছে আমাদের ভাবমূর্তি ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে। আর এখন যদি এ ঘটনার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান ও অপরাধীদের গ্রেপ্তার না করে আগের বোমা বিস্ফোরণ ঘটনাগুলোর মতো এটি নিয়েও নোংরা রাজনীতি শুরু হয়, তাহলে রাষ্ট্রযন্ত্রের আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ভূমিকা নিয়ে

প্রশ্ন উঠবে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী এবং সরকারের গোয়েন্দা সংস্থাগুলোকে প্রমাণ করতে হবে তারা সত্যিই গোয়েন্দা। তারা চাইলে সব ঘটনারই লুকিয়ে থাকা সত্যটুকু প্রকাশ করা যাবে। সিলেটের এ ঘটনা নিয়ে গোয়েন্দা সংস্থাগুলো যেভাবে মাঠে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, শুরু করেছে তদন্ত- সেই তদন্তের ফলাফল নিয়ে যাতে প্রশ্ন না ওঠে ও বিতর্কের জন্ম না হয়, সেদিকে তদন্তকারী কর্মকর্তা ও গোয়েন্দাদের নজর রাখতে হবে। আর যদি প্রকৃত ঘটনা বেরিয়ে না আসে, তাহলে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি একেবারেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তাই রাজনীতিবিদ, রাজনৈতিক দল, সমাজ সচেতন অংশ, সরকারের গোয়েন্দা সংস্থা, সর্বোপরি রাষ্ট্র বিষয়টিতে গভীর মনযোগী হবে, এটিই আশা করে সাধারণ মানুষ।

আনোয়ার চৌধুরীর জন্মস্থান প্রভাকরপুর

সিলেট শহর থেকে প্রায় ৫০ কিলোমিটার দূরের প্রত্যন্ত জনপদ অজপাড়াগাঁ, সবুজ শ্যামল গ্রাম প্রভাকরপুর। সুনামগঞ্জ জেলার হাওর জনপদ জগন্নাথপুর উপজেলার গ্রামটির আবালবৃদ্ধবনিতা এখন শোকে স্তব্ধ। ডুকরে কাঁদছে পুরো গ্রাম। গ্রামজুড়ে এক বিষণ্নতা।

গত শনিবার ২২ মে সকালে সিলেট থেকে প্রভাকরপুর গ্রামে গিয়ে দেখা গেছে সেখানকার মানুষের মন ভালো নেই। কারণ একটাই, তাদের গ্রামের সন্তান নিজের জন্মভূমিতে এসে আক্রান্ত হলেন, আহত হলেন, রক্ত ঝরলো তার শরীর থেকে। গ্রামবাসীর একটাই প্রশ্ন, কি অপরাধ ছিল আনোয়ার চৌধুরীর? তিনি কারো কোনো ক্ষতি করেননি। তাহলে তার ওপর কেন হামলা? তাকে কেন হত্যার চেষ্টা করা হলো? এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে ফিরছেন গোটা গ্রামবাসী।

গ্রামে সরজমিনে সাপ্তাহিক ২০০০-এর কথা হয় স্কুলশিক্ষক বিনয় কুমার সরকার, কৃপেন্দ্র রঞ্জন দাস শিক্ষিকা সায়াবা বেগম ও ফরিদা বেগম, গ্রামের যুবক নজরুল ইসলাম, প্রতাপ দাস, জগন্নাথপুর উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সম্পাদক মুক্তাদির আহমদ মুক্তারসহ অনেকের সঙ্গে। তারা এক বাক্যে বলেছেন, এটি জঘন্য এবং ঘৃণিত কাজ। তার প্রাণনাশের চেষ্টা ঘটনায় আমরা ক্ষুব্ধ। আমরা অপরাধীদের বিচার চাই। গ্রামবাসী জানালেন, আনোয়ার চৌধুরী সিলেট অবস্থানকালে তার গ্রামে যাওয়ার কথা ছিল, এজন্য গ্রামের লোকজন তার অপেক্ষায় ছিলেন। তারা ভাবতেই পারছেন না এরকম একটা ঘটনা ঘটতে পারে।

সর্বশেষ

সিলেটের সার্বিক অবস্থা এখন তুঙ্গে। রাজনৈতিক দলগুলো মাঠে নেমেছে। আওয়ামী লীগ সংবাদ সম্মেলন করে ২৭ মে হরতালসহ বিভিন্ন কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। সিটি কর্পোরেশনের মেয়র বদরউদ্দিন আহমদ কামরান সংবাদ সম্মেলন করে বলেছেন, পুলিশ প্রশাসনের অবহেলার কারণে ব্রিটিশ হাইকমিশনারের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। তিনি নিজেও নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন বলে দাবি করেছেন। অন্যদিকে বিএনপিসহ চারদলীয় জোট সংবাদ সম্মেলন করে বলেছে, বিগত নির্বাচনে পরাজিত শক্তি রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের জন্য এ ঘটনা ঘটিয়েছে।

অন্যদিকে মাঠে নেমেছে সরকারের সবক'টি গোয়েন্দা সংস্থা, র‍্যাপিড অ্যাকশন টিম। তদন্তে এসেছে ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থা, সহযোগিতার কথা বলেছে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা। সব মিলিয়ে সিলেট এখন সবার নজরে। মিডিয়াগুলো তৎপর। আমরা চাই আনোয়ার চৌধুরীর ওপর হামলার ঘটনায় প্রকৃত অপরাধীদের শনাক্ত করে কঠোর শাস্তি দেয়া হোক। সেই সঙ্গে যদি কোনো উগ্র মৌলবাদী গ্রুপের সম্পৃক্ততা পাওয়া যায়, তাহলে এ দেশে উগ্র মৌলবাদীদের মূল চিরতরে উৎপাটন করা হোক। নতুবা ভবিষ্যতে এরকম ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা থেকেই যাবে। এক কথায়, দেশের ভাবমূর্তি উদ্ধারে যা যা করার এখনই করতে হবে রাষ্ট্রযন্ত্রকে। এ ঘটনা দেশকে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিয়েছে।